দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

কবীর হত্যার প্রতিবাদ ভার্সিটিতে ছাত্র ধর্মঘট

ঢাকা ও সিটি কলেজ ছাত্রদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ: ক'জন আহত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহবানে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গতকাল ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক আকারে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে একজন পুলিশ কনস্টেবল ও বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। সংঘর্ষের সময় বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা কবীর হত্যার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছিল।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ও সিটি কলেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

ধর্মঘটের কারণে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সকাল ১১টায় সায়েন্স ল্যাবরেটরী এলাকায় ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কুড়ি-পঁচিশ জন ছাত্রের একটি মিছিল সিটি কলেজে যায়। সে সময় সিটি কলেজে ক্লাস হচ্ছিল। মিছিলটি ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে কলেজ প্রদক্ষিণ করে এবং ছাত্রদের ধর্মঘটে যোগ দেয়ার আহবান জানায়। এসময় কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীর সাথে সিটি কলেজের ছাত্রদের বাক-বিতন্ডা হয়। বেলা ১১টার সময় প্রায় এক থেকে দেড় হাজার ছাত্রের একটি মিছিল ঢাকা কলেজ থেকে বের হয়ে সিটি কলেজের দিকে যায়। একই সময়ে সিটি কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রও লাঠিসোটাসহ কলেজের সামনের রাস্তায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের সময় নিক্ষিপ্ত ইটপাটকেলের আঘাতে সফিকুল ইসলাম নামে একজন পুলিশ কনস্টেবল ও বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। সংঘর্ষের কারণে এ এলাকার দোকানপাট বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের সময় গুলি ও বোমার শব্দে এলাকার লোকজনের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়।

এব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা হয়নি বলে ধানমন্ডি থানা পুলিশ জানিয়েছে।

ছাত্রদলের সমাবেশ

ধর্মঘট চলাকালে গতকাল সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক সমবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল নেতা আমানউল্লাহ আমান, বাবুল চৌধুরী, ফজলুল হক মিলন, নাজিমউদ্দীন আলম, শফিক আহমেদ রানা, গৌতম মিত্র।

বক্তাগণ কবীরের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান এবং শিবিরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।